অন্যতম শীর্ষ অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট লিপুর বাগানবাড়িতে ডিবির অভিযান

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুরে অন্যতম শীর্ষ অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট মুর্শিদ আলম লিপুর বাগানবাড়িতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

এ সময় দুইটি ল্যাপটপ, একটি ফোন, একটি ট্যাব, অনলাইন জুয়ার আর্থিক লেনদেনের প্রধান অ্যাপ রেডি অ্যাপসের ‘রেডি পে মাস্টারকার্ড’, বিপুল ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডসহ তিনটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) রাত সাড়ে ১২টা থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত মুজিবনগরের বিশ্বনাথপুর-শিবপুর সড়কে অবস্থিত লিপুর বাগানবাড়ি ও আশপাশের এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার সানা। বিশ্বনাথপুর ক্যাম্পের পুলিশ সদস্যরা অভিযানে সহযোগিতা করেন।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, লিপু, পরাগ ও ক্যামেলসহ দেশের ৭-৮ জন শীর্ষ অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্ট বাগানবাড়িতে অবস্থান করে জুয়ার সাইটের কাজ পরিচালনা করছেন–এমন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গভীর রাতে অভিযান চালানো হয়। তবে দূরবর্তী স্থানে স্থাপন করা সিসি ক্যামেরায় পুলিশের গাড়ির উপস্থিতি দেখতে পেয়ে বাগানবাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা গোপন পথ দিয়ে পালিয়ে যান।

পরে তাদের গ্রেপ্তারে বাগানবাড়ি ও আশপাশের এলাকায় দীর্ঘক্ষণ অভিযান চালানো হয়। একপর্যায়ে বাগানবাড়ির ভেতরে তল্লাশি চালিয়ে অনলাইন জুয়া পরিচালনায় ব্যবহৃত হয়েছে বলে সন্দেহ করা দুইটি ল্যাপটপ, একটি মোবাইল ও একটি ট্যাব ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য জব্দ করা হয়।

একই সময় বাগানবাড়ি থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় তিনটি মোটরসাইকেল, বিপুলসংখ্যক ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং রেডি অ্যাপসের

একটি রেডি পে মাস্টারকার্ড জব্দ করে ডিবি।

ডিবি পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদ আলম লিপুর নামে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৪টি সাইবার আইনে মামলা চলমান রয়েছে। তিনি বর্তমানে জামিনে রয়েছেন।

জব্দ করা ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো ফরেনসিক পরীক্ষার পর অনলাইন জুয়া পরিচালনায় এগুলোর ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে নতুন একটি সাইবার মামলা দেওয়া হবে। পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, ফরেনসিক পরীক্ষা এবং সব তদন্ত কার্যক্রম শেষে হলে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত জানানো হবে।

মেহেরপুর হাসপাতালে আকষ্মিক পরিদর্শনে এমপি, বিএনপি-জামায়াতের উত্তেজনা

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে আকস্মিক পরিদর্শন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খান। এ সময় বিএনপির এক কর্মীকে দেখে জামায়াতের নেতাকর্মীরা দালাল বলে চিহ্নিত করলে বিএনপি-জামায়াতের হট্টগোল ও উত্তেজনা বেঁধে যায়।

আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবনে এ ঘটনা ঘটে। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, হাসপাতালের বিভিন্ন অনিয়ম ও আউটসোর্সিং কর্মীদের বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে সংসদ সদস্য পরিচয়পত্র ও নিয়োগসংক্রান্ত তথ্য জানতে চান। এ সময় উপস্থিত বিএনপির এক পক্ষের নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে থাকা লোকজনের

ওখানে নতুন কিছু স্বেচ্ছাসেবক দেখেছেন, যাদের এখনো আইডি কার্ড দেওয়া হয়নি। তাঁর সঙ্গে তাঁর কিছু নেতাকর্মীও ছিল। তারা দালাল মনে করে কিছু কথা বলেছেন। পরে উভয় পক্ষের লোকজনের সঙ্গে একটু হট্টগোল হয়েছে।

মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন

‘সংঘাত নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি’ এবং ‘ভিন্ন প্রেক্ষাপট, অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা’ এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মাদকমুক্ত যুবসমাজ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে মেহেরপুরের মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৬ উদ্যাপন করা হয়েছে।

বুধবার (১২ আগস্ট) ‘শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বহুপক্ষীয় উদ্যোগ (এমআইপিএস)’ প্রকল্পের আওতায় এবং ‘ইউথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ (ওয়াইপিএজি)’ এর আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ‘দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট, বাংলাদেশ’ এর সার্বিক সহযোগিতায় এবং ‘যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন’ এর অর্থায়নে দিবসটি উদ্যাপন করা হয়।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারসংলগ্ন এলাকা থেকে একটি বর্ণাঢ্য যুব র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। এতে স্থানীয় তরুণ-তরুণী, শান্তির দূত, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

র্যালি শেষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে পিএফজির সমন্বয়কারী ওয়াজেদ আলী খান বলেন, “তরুণদের শক্তির বিকল্প নেই, যুবশক্তিরও বিকল্প নেই। দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে, মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসা থেকে তরুণদের এখনই দূরে রাখতে হবে। কোনোভাবেই যেন মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীরা সমাজের মূলধারায় গিয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে।”

তিনি সাংবাদিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, “সীমান্তবর্তী এ এলাকায় কোন সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার হয়, কারা মাদক পাচার ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং কারা মাদক সেবন করে এসব বিষয়ে খুব শিগগিরই মুজিবনগর থানা তালিকা করবে এবং জনসম্মুখে তা প্রকাশ করবে। যাতে সাধারণ মানুষ তাদের চিনতে পারে এবং যুবসমাজ ও সমাজের মানুষ তাদের বয়কট করে সমাজ থেকে বিতাড়িত করতে পারে।”

অন্যান্য বক্তারা বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ ও চালিকাশক্তি হলো যুবসমাজ। তরুণ প্রজন্মকে মাদকমুক্ত রেখে সুসংগঠিত করা এবং শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। সংঘাত এড়িয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে তরুণদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তারা।

কর্মসূচিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ ইউথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মাদকবিরোধী ও শান্তি-সম্প্রীতির বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।

ফ্যামিলি কার্ড নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে মেহেরপুরে স্মারকলিপি প্রদান

ফ্যামিলি কার্ড তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার ও সুপারভাইজার-আইটি পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ তুলে মেহেরপুরে স্মারকলিপি প্রদান ও সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) বিকেলে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তার কাছেও লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, ফ্যামিলি কার্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি। এর তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের কাজে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রভাব, পক্ষপাতিত্ব বা দলীয় আনুগত্য থাকা উচিত নয়। যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা হলে প্রকৃত সুবিধাভোগীরা বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা নিয়োগ তালিকা প্রকাশের আগে অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, সত্যতা যাচাই এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রকাশিত তালিকা বাতিলের দাবি জানান। পাশাপাশি স্বচ্ছ কমিটি গঠন করে পুনরায় নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য, সৎ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার আহ্বান জানান তারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা নজরুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আবুল হোসেন, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আজমাইন হোসেনসহ স্থানীয় নেতাকর্মী ।

বক্তারা বলেন, অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

মেহেরপুরে এনসিপির চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার ও চারা বিতরণ

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) বিকেলে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে বিজয়ীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয়।

এক ব্যক্তি একাধিক সার ডিলারশিপের মালিক হতে পারবেন না

কৃষকদের কাছে নিরবচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠুভাবে সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে ‘সার ডিলার নিয়োগ ও সার ডিলার সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৫ (সংশোধিত)’ বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং অধিদপ্তর থেকে এ বিষয়ে রবিবার একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।
কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আহমেদ ফয়সল ইমাম আদেশে স্বাক্ষর করেন।

জারি করা নির্দেশনা অনুযায়ী, এখন থেকে প্রতিটি উপজেলায় ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সার বিতরণের জন্য ন্যূনতম ৯ জন ডিলার রাখতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট জেলার চাহিদা ও কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বিবেচনায় ডিলারের সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, সার ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও জেলা ডিলার সমবায়ের সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

একজন ব্যক্তি একাধিক সার ডিলারশিপের মালিক হতে পারবেন না।

আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচাই-বাছাই শেষে সুপারিশ পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নতুন ডিলারদের নিজস্ব গুদাম, গোডাউন এবং সার বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস সেন্টার থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বিদ্যমান ডিলারদের লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার চাহিদা, জেলাভিত্তিক কোটা এবং নীতিমালার শর্ত পূরণের বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হবে।

অফিস আদেশে আরো বলা হয়েছে, সার উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী

প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাসরি ডিলার বা উপজেলা পর্যায়ে সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, কৃষকদের স্বার্থে জেলা কমিটি ডিলারদের জন্য ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করবে।

নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিংয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো ডিলার নীতিমালা লঙ্ঘন করলে বা নির্ধারিত শর্ত ভঙ্গ করলে তার ডিলারশিপ বাতিল করা হবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন জমা দিতে পারবেন। নীতিমালার বিস্তারিত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আদেশে বলা হয়েছে, সার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং কৃষকদের কাছে সময়মতো সার পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই সংশোধিত নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরের নতুন ইউএনও রুপায়ন দেব

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা রুপায়ন দেব।

মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার মো. মোহছেন উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা রুপায়ন দেবকে (পরিচিতি নম্বর-১৮৮৮০) মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে। এর আগে তিনি খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে পরবর্তী পদায়নের জন্য ন্যস্ত ছিলেন।

মেহেরপুরে হেযবুত তওহীদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে হেযবুত তওহীদের নারী ও পুরুষ সদস্যরা অংশ নেন। এ সময় তাদের হাতে বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত ব্যানার ও ফেস্টুন দেখা যায়।

মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় নারী নেত্রী জেরিন সাইয়ারা, কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি আক্কাস আলী, মেহেরপুর জেলা নারী নেত্রী কামরুন্নাহার, সদর উপজেলা সভাপতি মোবারক হোসেনসহ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, নোয়াখালীতে ওয়াজ মাহফিলের নামে হেফাজতে ইসলামের একটি গোষ্ঠী হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য, মিথ্যাচার ও ধারাবাহিক হুমকি দিয়ে আসছে। তাদের দাবি, প্রশাসনের দেওয়া শর্ত ভঙ্গ করে আয়োজিত এসব কর্মসূচিতে একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে।

হেযবুত তওহীদের নেতারা বলেন, নোয়াখালী জিলা স্কুল মাঠে আয়োজিত মাহফিলটি প্রশাসনের অনুমোদন পেলেও অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘন করে সেখানে একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি, জেলা পুলিশ সুপারের অনুমোদনপত্রে নির্দিষ্ট কোনো সংগঠনের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়ার বিষয়টি নিষিদ্ধ ছিল।

নেতারা আরও অভিযোগ করেন, নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে হেযবুত তওহীদের এক ইমামের গ্রামের বাড়িতে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টার অংশ হিসেবে গত ১০ থেকে ১৫ দিন ধরে নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন এলাকায় মসজিদে মসজিদে উসকানিমূলক বক্তব্য এবং হ্যান্ডবিল

প্রচার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঢাকার উত্তরায় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনেও উসকানিমূলক মিছিল ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেন তারা।

বক্তারা দাবি করেন, হেযবুত তওহীদ ইসলামের মৌলিক আকিদায় বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে সংগঠনটির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের ‘কাফের’ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে এবং নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হচ্ছে। তাদের দাবি, গত ৩১ বছরে সংগঠনটির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পাঁচ শতাধিক মামলায় আদালত থেকে তারা খালাস পেয়েছেন।

মানববন্ধনে অতীতে সংঘটিত সহিংসতার ঘটনাও তুলে ধরেন সংগঠনের নেতারা। তারা বলেন, ২০১৬ সালে সোনাইমুড়ীতে একই ধরনের একটি সমাবেশ থেকে হামলা চালিয়ে সংগঠনটির দুই সদস্যকে হত্যা এবং বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক উসকানি ও হুমকির কারণে সংগঠনের সদস্যরা আবারও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে দাবি করেন তারা।

এ অবস্থায় দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে উসকানিমূলক বক্তব্য, হুমকি ও সহিংসতার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান হেযবুত তওহীদের নেতারা।

পতাকা বৈঠকে ছাড়া পেলেন বাংলাদেশ-ভারতের ৩ নাগরিক

মেহেরপুরের ইসাখালী সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশে আটক উভয় দেশের তিন নাগরিককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে বিজিবি ও বিএসএফের ক্যাম্প কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালী সীমান্ত এলাকা থেকে আব্দুল মান্নান (৭০) নামের এক বাংলাদেশি কৃষককে ধরে নিয়ে যায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। এ ঘটনার প্রতিবাদে সীমান্ত এলাকায় অবস্থানরত দুই ভারতীয় কৃষককে আটক করে স্থানীয় গ্রামবাসী।

পরে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে উভয় দেশের আটক তিন নাগরিককে ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয়রা জানায়, আব্দুল মান্নান দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তসংলগ্ন প্রায় দেড় বিঘা জমিতে কাঁচা মরিচসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করে আসছেন।

মঙ্গলবার সকালে নিজের মরিচ খেতে কীটনাশক স্প্রে করতে গেলে বিএসএফ সদস্যরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে সীমান্ত এলাকায় অবস্থানরত দুই ভারতীয় কৃষককে আটক করে নিয়ে আসে স্থানীয়রা।

আব্দুল মান্নান ইছাখালী মসজিদপাড়ার মৃত নূর বক্সের ছেলে।

আর আটক দুই ভারতীয় নাগরিক হলেন—সচিন কর্মকার ও নারায়ণ দেব।

আব্দুল মান্নানের নাতি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ জানান, দাদাকে বিএসএফ ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাকে ছেড়ে না দেওয়ায় স্থানীয়রা দুই ভারতীয় কৃষককে ধরে নিয়ে আসে। পরে বিষয়টি সমাধানে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আটকদের ছেড়ে দিয়েছে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

পতাকা বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন ইছাখালী বিজিবি বিওপির ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার আবু হানিফ এবং বিএসএফের পক্ষে নেতৃত্ব দেন নব চন্দ্রপুর কম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর রাজীব কুমার।

এসএসসিতে মেহেরপুর জেলায় প্রথম ফারহান ফুয়াদ নাফিস

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে মেহেরপুর জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে মো: ফারহান ফুয়াদ নাফিস।

নাফিস মেহেরপুরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১ হাজার ২৫০ নম্বরের মধ্যে ১ হাজার ২১৪ নম্বর অর্জন করেছে।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় মোট ৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে অসাধারণ ফলাফল করে মেহেরপুর জেলায় প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে ফারহান ফুয়াদ নাফিস।

ফারহান ফুয়াদ নাফিস মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের বাসিন্দা মো: ফেরদৌস রাব্বীর ছেলে। সে ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী এবং নিয়মিত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছে।

ফারহানের এমন কৃতিত্বে তার পরিবার, শিক্ষক ও সহপাঠীদের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। তার এই সাফল্য ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আশা করছেন শিক্ষকরা।

ফারহান ফুয়াদ নাফিসের এই সাফল্যে পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে মেহেরপুর জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে মো: ফারহান ফুয়াদ নাফিস।
নাফিস মেহেরপুরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১ হাজার ২৫০ নম্বরের মধ্যে ১ হাজার ২১৪ নম্বর অর্জন করেছে।
জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় মোট ৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে অসাধারণ ফলাফল করে মেহেরপুর জেলায় প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করে ফারহান ফুয়াদ নাফিস।

ফারহান ফুয়াদ নাফিস মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের বাসিন্দা মো: ফেরদৌস রাব্বীর ছেলে। সে ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী এবং নিয়মিত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছে।

ফারহান ফুয়াদ নাফিসের মা নারগিস বানু বলেন, আমার ছেলের ওপর আস্থা ছিলো সে ফলাফল করবে।

ফারহান ফুয়াদ নাফিসের বাবা ফেরদৌস রাব্বী বলেন, আমি আশা করেছিলাম ছেলে ভালো ফলাফল করবে। ছোট থেকেই নিজের ভালো এবং নিজেট মতো পরিশ্রম করেছে তার পরিশ্রম সফল হবে এই প্রত্যাশা ছিলো। আমি তাকে সবসময় বলি সময়ের সৎ ব্যবহার করতে হবে পরিশ্রমী

হতে হবে অলস হওয়া যাবে না।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ মোঃ শামসুর রহমান বলেন, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ অংশগ্রহণ করে বিগত বছরের ন্যায় এবারও সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে আমাদের অত্র প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ফারহান ফুহাদ নাফিস। তার সম্পর্কে যদি আমরা কিছু বলি, একজন ভালো ছাত্র হিসেবে যা যা গুণাবলী থাকা দরকার সবগুলোই আমরা লক্ষ্য করেছি। সে নিয়মিত স্কুলে আসতো ক্লাসগুলো নিয়মিত করতো। তার বাসা মুজিবনগরের যতারপুর গ্রামে। সে প্রতিদিন রোদ, বৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে নিয়মিত সে স্কুলে এসে পাঠদান গ্রহণ করতো, শিক্ষকদের প্রত্যেকটা কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করা লেখার ক্ষেত্রে তার অসাধারণ হাতের লেখা পাশাপাশি প্রত্যেকটা কাজে সে মনোযোগ যার ফলশ্রুতিতে জেলায় সর্বোচ্চো নাম্বার পেয়ে কৃতিত্ব ধরে রেখেছে। তার ভিতরে আমরা কখনো উশৃঙ্খলা লক্ষ্য করি নাই।

তিনি আরও বলেন, এই রেজাল্টের পিছনে আমি মনে করি স্কুলের শিক্ষকদের অবদান রয়েছে পাশাপাশি তার পরিশ্রম এবং তার পিতা-মাতার অবদান রয়েছে। এছাড়াও আমি লক্ষ্য করেছি তার বাবা অথবা চাচা তাকে স্কুলে রেখে যাওয়া এবং শিক্ষকদের সাথে সর্বোপরি যোগাযোগ রাখা, আমরা বাসাতে খোঁজ-খবর নিয়েছি সে সব সময় স্কুলে পড়াশোনা থেকে শুরু করে সামগ্রিক কাজ নিজ দায়িত্বে করতো, আমি প্রত্যাশা করি তার যে পড়াশোনার মনোভাব এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে এর ফলে সে একজন সফল মানুষ হিসেবে পরিগণিত হবে এর পাশাপাশি আমি আমার বর্তমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই ফারহান ফুয়াদ নাফিস সে নিজেকে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাকে অনুসরণ করে ভবিষ্যতে যারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের নাফিসের কাছ থেকে অনুকরণ করার অনেক বিষয় রয়েছে ধারাবাহিকভাবে সেগুলো গ্রহণ করবে এবং নাফিসের মত ধারাবাহিক রেজাল্ট করবে এবং জিনিয়াসের মুখ উজ্জ্বল করবে,সর্বোপরি নাফিসের এই ফলাফলে আমরা খুবই খুশি।

ফারহানের এমন কৃতিত্বে তার পরিবার, শিক্ষক ও সহপাঠীদের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। তার এই সাফল্য ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আশা করছেন শিক্ষকরা।

ফারহান ফুয়াদ নাফিসের এই সাফল্যে পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।